প্রথম আলো
তারিখ ... JUN. 23 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

...্যমিকে ভালো করেছে শিক্ষার্থীরা

...বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৯.৪৭% ☐ রেকর্ড ২৪,৩৮৪ ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে

...কাল ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের কৃতী ছাত্রীদের উল্লাস (ওপরে)। নিচে বাঁ থেকে : চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, সিলেট ব্লু-বার্ড উচ্চবিদ্যালয় ও রংপুর ...র কৃতী শিক্ষার্থীরা —প্রথম আলো

বিশেষ প্রতিনিধি

গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের ষষ্ঠ বছরে, এবার দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ২৪ হাজার ৩৮৪ জন শিক্ষার্থী এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে ৯ হাজার ৮২২ জন ছাত্রী। গড় পাসের হারও এবার বেশি। এবারও শহরের স্কুলগুলো অপেক্ষাকৃত ভালো ফল করেছে। মেয়েদের ভালো ফল করার প্রবণতাও অব্যাহত রয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সাতটি শিক্ষা বোর্ড একযোগে এই ফল প্রকাশ করে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলও গতকাল প্রকাশিত হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল প্রকাশের আগে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে ফলাফলের কপি হস্তান্তর করে। প্রধানমন্ত্রী এ বছরের ফলাফল দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ফলাফলের এই ধারা যাতে অব্যাহত থাকে, সে লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কর্মচারী এবং যেসব শিক্ষার্থী ভালো ফল করেছে তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এরপর শিক্ষামন্ত্রী এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে ফলাফলের বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও ইতিবাচক দিক সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন।

এ বছর সাতটি বোর্ডে মোট ৭ লাখ ৮৪ হাজার ৮১৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৭৩২ জন। গড় পাসের হার শতকরা ৫৯ দশমিক ৪৭ ভাগ। গত বছর গড় পাসের হার ছিল ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

এ বছর মোট ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৯৭০ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ১০ হাজার ৯৭২ জন। এ হিসাবে মেয়েদের পাসের হার ৫৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ। ছেলেদের মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪ লাখ ১৬ হাজার ৮৪৫ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৮২৩ জন। এ হিসাবে ছাত্রদের পাসের হার ৬১ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

এ বছর মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর প্রায় সোয়া পাঁচ শতাংশ জিপিএ-৫ পেয়েছে, যা গত বছর ছিল ২ শতাংশের মতো (১৫ হাজার ৬৩১ জন)। ২০০১ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রথম বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ৭৬ জন। ২০০২ সালে পায় ৩২৭ জন। ২০০৩ সালে ১ হাজার ৩৮৯ জন। ২০০৪ সালে ৮

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

● এসএসসির ফলাফলের আরও খবর ও ছবি : পৃষ্ঠা- ৩, ৪, ৫, ১৭ ও ২০

মাধ্যমিকে ভালো করেছে শিক্ষার্থীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাজার ৫৯৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বরের সঙ্গে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যুক্ত হওয়ায় পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে। তারপরও গত দুই বছরে মোট যতজন শিক্ষার্থী (২৪ হাজার ২২৮ জন) জিপিএ-৫ পেয়েছে এ বছর পেয়েছে তার চেয়েও বেশি।

এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার সবচেয়ে বেশি, ৬৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গত বছর ছিল ৬০ দশমিক ৯২ শতাংশ। এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৬০ হাজার ৯৭৪ জন শিক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৮ হাজার ৯৪২ জন। এর মধ্যে মেয়ে ১৮ হাজার ২২২ জন। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৭২৫ জন। এর মধ্যে ১ হাজার ৬৫১ জন মেয়ে।

পাসের হারের দিক দিয়ে এ বছর সর্বনিম্ন অবস্থান যশোর বোর্ডের, ৪৮ দশমিক ১০ শতাংশ। অথচ গত বছর যশোর বোর্ডেই ছিল সর্বোচ্চ পাসের হার, ৬৯ দশমিক ১৯ শতাংশ। এ বছর এ বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৬ হাজার ৭৩২ জন শিক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হয়েছে ৫১ হাজার ৩৩৬ জন। এর মধ্যে মেয়ে ২১ হাজার ৮১৫ জন। যশোর বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ১৩ জন, যার মধ্যে ৬৯৪ জন মেয়ে।

ঢাকা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ২৩ হাজার ৫১১ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ১১৯ জন। এর মধ্যে ৬২ হাজার ৮০৭ জন মেয়ে। পাসের হার ৬১ দশমিক ৩৫ শতা[illegible] বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল [illegible] মধ্যে ৩ হাজার ৭৪৯ জন মেয়ে।

রাজশাহী বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ১৫ হাজার ৭২৭ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৩০ হাজার ৯৬৭ জন। এর মধ্যে ৫৮ হাজার ৪৮৭ জন মেয়ে। পাসের হার ৫৮ দশমিক ৯০ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৩ দশমিক ১৩ শতাংশ। এ বছর রাজশাহী বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৫৭১ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৩৯৭ জন মেয়ে।

কুমিল্লা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯০ হাজার ৪৪৮ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৫৭ হাজার ৩৯০ জন। এর মধ্যে ২৫ হাজার ৭০৫ জন মেয়ে। পাসের হার ৬৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ। এ বছর কুমিল্লা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬২১ জন। এর মধ্যে ৯৫১ জন মেয়ে।

বরিশাল বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৬ হাজার ৩৩৯ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৩ হাজার ৪১০ জন। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৬৮ জন মেয়ে। পাসের হার ৫৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৩ দশমিক ৪১ শতাংশ। এ বছর বরিশাল বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭২১ জন। এর মধ্যে ২৩৩ জন মেয়ে।

সিলেট বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩১ হাজার ৮৪ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ১৭ হাজার ৫৬৮ জন। এর মধ্যে ৮ হাজার ৮০৫ জন মেয়ে। পাসের হার ৫৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ। এ বছর সিলেট বোর্ডে [illegible]